গাল্‌ফ এর বুকে বাহরাইনে

শোভন শামস

ইরাক থেকে বাহরাইন এয়ার পোর্টে নেমে পোর্ট এন্ট্রি ভিসা পেলাম। বিমান বন্দর থেকে ট্যাক্সিতে করে মানামা শহরের বাব-আল-বাহরাইন এলাকায় এলাম। বাব-আল বাহরাইন বা বাহরাইনের তোরণ ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশরা তাদের সরকারী অফিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্মান করেছিল এবং এটা বাহরাইনে প্রবেশের আনুষ্ঠানিক প্রবেশ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো । এখন এটা ট্যুরিষ্ট অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর নীচে বেশ ভাল কিছু ট্যুরিষ্ট শপ আছে যেখানে বাহরাইনের ইতিহাস ও অন্যান্য স্যুভেনির পাওয়া যায় ।এই এলাকাকে কেন্দ্র করেই দোকান পাট গড়ে উঠেছে। এখানে বিভিন্ন দামের হোটেল আছে । হোটেল আল দিওয়ানিয়াতে উঠলাম। মধ্যম মানের হোটেল তবে রুমগুলো সুন্দর,এসি, লিফ্‌ট সবই আছে হোটেল থেকে বেরুলেই বাজার এলাকা।। হোটেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বাহরাইন দেখতে বের হলাম ।আবহাওয়া সহনীয়, পোষাক পরিচ্ছদ হালকা গরমের উপযোগী ।

গাল্‌ফ এর বুকে মুক্তো বিন্দুর মত ছোট দ্বীপদেশ বাহরাইন - রাজধানী মানামা । এই দেশে অনেক বাংলাদেশী, ভারতীয় তথা এশিয়ার লোকজনের অবস্থান, সবাই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। কেউ ব্যবসা, কেউ চাকুরী । মোটকথা এটাকে দেশের বাইরে দেশ বলা যায় । বাংলা, হিন্দী, উর্দূ সব মিলিয়ে খিচুরী ভাষায় কথা আদান প্রদানের এর চেয়ে উত্তম জায়গা এখনো আমি দেখিনি । দ্বীপ দেশ তাই চারিদিকে সাগর, এর মাঝেই পর্যটকদের জন্য গড়ে উঠেছে অজস্র হোটেল এবং বিশাল ব্যবসায়িক কেন্দ্র । সেই প্রচীন কাল থেকেই বাহরাইন বানিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ । এর কারন হলো এর ভৌগলিক অবস্থান বানিজ্য পথের মাঝে । বাহরাইনের পোতাশ্রয় এবং গভীর স্বচ্ছ জলরাশি স্বাভাবিক ভাবেই বাহরাইনীদেরকে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছে । বর্তমানে বাহরাইনের সমৃদ্ধির পেছনে এর ব্যাংক ব্যবসা, পর্যটন এবং অন্যান্য শিল্পের অবদান রয়েছে । বর্তমান বাহরাইনের অর্থনীতি তেল উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল নয় । এই দেশটা গালফের মধ্যে সহজে বেড়ানোর মত একটা দেশ অর্থ্যাৎ ভিসা বা অন্যান্য ঝামেলা কম এবং এশীয় ও ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য ভ্রমনকারীদের জন্য সুলভে ভ্রমনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ।

বাহরাইন দ্বীপরাষ্ট্র ৩৩ টা ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে বাহরাইন দ্বীপ হলো সবচেয়ে বড় । দৈঘ্য ৫০ কিঃ মিঃ, প্রস্থ প্রায় ১৬ কিঃ মিঃ এর মত । এর আয়তন ৫৮৩ বর্গ কিঃ মিঃ । বাহরাইন, মুহাররাক, সিটরা এবং উম-আল-নাসান দ্বীপগুলো হলো একটু বড়, কিছু কিছু দ্বীপ কেবল সাগরের বুকে ছোট্ট পাথর খন্ডের মত মাথা বের করে আছে । অনেকগুলো দ্বীপ বর্তমানে বাহরাইন বা মুহাররাক এর সাথে ব্রিজ দিয়ে যুক্ত । এগুলোকে দেখলে এখন দ্বীপ মনে না হয়ে মূল খন্ডের বর্ধিত অংশই মনে হয় । এপ্রিল থেকে অক্টোবর এ কমাস তাপমাত্রা এবং বাতাসে আর্দ্রতা বেশী থাকে । নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়া বেশ ভাল।

বাহরাইনে প্রায় ৫,৫০,০০০ এর মত লোক বসবাস করে এর মধ্যে ১,৫০,০০০ হলো বিদেশী কর্মজীবি। এরা বাহরাইনে ব্যবসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। বাহরাইনীরা আরব জাতি তবে এদের অনেকের মধ্যে ইরানী রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটেছে । অর্থাৎ অরব ও পারস্য দুই দেশের সম্মিলন হয়েছে এখানে । এই ছোট্ট দ্বীপ দেশে নতুন এবং পুরানো পাশাপাশি এখনো অবস্থান করছে । একদিকে গগনচুম্বী প্রাসাদ আধুনিক বাড়ীঘর অফিস আদালত, অন্যদিকে সার বেধে গড়ে উঠা ছোট ছোট দোকান পাট এ পরিপূর্ণ বাজার এলাকা । এখনও অনেক নির্মান কাজ চলছে । সব আধুনিক স্থাপত্যকলা অনুসরন করেই এগুচ্ছে । বাহরাইনের সরকারী ভাষা আরবী তবে ইংরেজী বহুল ব্যবহৃত , ভারতীয় এবং ফিলিপিনো বেশী বলে এ দুটো ভাষার বেশ চল আছে। এমন কি বাংলায় ও কথা বলে কাজ চালানো যায় । ফার্সী ভাষার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় তবে বাইরে এর ব্যবহার সীমিত । ইরানী বংশোদ্ভুত বাহরাইনীরা এটা ব্যবহার করে এবং সব ব্যবসা বলতে গেলে তারাই নিয়ন্ত্রন করছে ।

রাস্তার পার্শ্বে সারি সারি বিভিন্ন জিনিষপত্রের দোকান বেশির ভাগ সেলসম্যান ভারতের কেরালা রাজ্যের। এরাই মূলত বাহরাইনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলোর চাকুরী দখল করে রেখেছে। রোজার দিন, তাই দিনের বেলা খাবার তেমন প্রয়োজন নাই। ইফতারের ও সেহরীর ব্যবস্থার খোজে বের হলাম। বাংলাদেশী লোকজন আছে। আমাদেরকে মামার হোটেল দেখিয়ে দিল। সবাই মামা বলে তাই আমাদেরও মামা। বাড়ী কুমিলার চৌদ্দগ্রামে। অনেক বছর ধরে বাহরাইনে। হোটেল ব্যবসায় বেশ লাভ আছে বলে জানালো। আশেপাশের সব বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও মাঝে মাঝে ভারতীয় লোকজন এখানে চা নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার খায়। কি পাওয়া যায় না এখানে ? মরিচ,পেয়াজ, মুড়ি, কইমাছ সবই আছে। সব কিছু আটআনা, একটাকা, দুই টাকা দাম। অবশ্য বাংলা টাকা না বাহরাইনী টাকা। এক বাহরাইনী দিনারে দুই ডলার এর উপর পাওয়া যায় । মামার সাথে ইফতার ও অন্যান্য খাবারের ব্যাপারে আলোচনা করে সমাধান পাওয়া গেল । সেহরীতে আমরা এসে খাব। সারারাত বাজার খোলা। অতএব কোন সমস্যা নেই।

হাঁটতে হাঁটতে সিটি সেন্টারের দিকে গেলাম। এখানে গাড়ী চলে না। দুরে গাড়ী রেখে হেঁটে আসতে হয়। এখানে মিউজিয়াম আছে আরও আছে সুভ্যেনীর সপ। জিনিষপত্র সব আবার চীনের তৈরী। বাইত-আল কোরানে ঢুকলাম, গভর্নমেন্ট এভিনিউর পূর্ব প্রান্তে এই কোরান হাউস অবস্থিত । এখানে কোরান শরীফের অসংখ্য ধরনের সংগ্রহ বর্তমান । এটা অনেকটা মিউজিয়ামের মত । সব ধরনের পর্যটকদের জন্য এটা খোলা । এখানে কাঠে খোদাই করা , পান্ডুলিপি আকারে এবং ক্ষুদ্রাকার কোরান শরীফ রয়েছে । এখানে ইসলামিক আর্ট ও ক্যালিগ্রাফির অনেক নমুনা সংগৃহীত আছে যা দেখে সত্যি মুগ্ধ হতে হয় । শনি হতে বৃহস্পতিবার এটা খোলা থাকে দর্শকদের জন্য । ঘুরে ঘুরে

বিভিন্ন সাইজ ও ঐতিহাসিক মূল্য সমৃদ্ধ কোরান দেখলাম। সুন্দর নকসা করা বিভিন্ন সাইজের কোরান শরীফ মিউজিয়ামের এসি কক্ষ গুলোতে রাখা।

নীচে নেমে সুভ্যেনীর সপ থেকে বাহরাইন লিখা কয়েকটা শো পিস কিনলাম এদেশের স্মৃতি হিসেবে। পাশেই পার্ক, হাঁটার রাস্তা আছে। মাঝে মাঝে বাগান বড় বড় খেজুর গাছ লাগানো আছে। পার্ক সাগরের পাশেই। সাগরের দিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা এবং এর পেছনে বসার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বেঞ্চে বসে সাগরের হালকা গরম বাতাস এবং দুর সাগরে ভেসে বেড়ানো জাহাজের দৃশ্য চমৎকার। মাঝে মাঝে সাগর চিল উড়ে বেড়ায় নির্মল নীল আকাশে। বিকেলের দিকে প্রায় প্রতি দিন পার্কে এসে কিছুক্ষণ হাঁটা করে ও সাগরের দৃশ্য দেখে সময় কাটাতাম।

বাহরাইনের ইতিহাস মূলতঃ মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনের সময়কার সাথে সম্পৃক্ত । এটা প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম একটা ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল । ব্রোঞ্জ যুগে ডিলমান এর উদ্ভব । মনে করা হয়ে থাকে তা খৃষ্ট পূর্ব ৩২০০ সালের দিকে শুরু এবং এটা পরবর্তী ২০০০ বৎসর এই যুগ চলেছিল । এই সাম্রাজ্য এখানে উৎপত্তি হওয়ার কারন দ্বীপের তাৎপর্যপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থান । এই দ্বীপ মেসোপোটেমিয়া ও ইন্দাজ উপত্যকার সংযোগ হিসেবে ব্যবহৃত হতো । ২২০০-১৬০০ খৃষ্ট পূর্ব পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য গালফ এর পশ্চিমের মোটামুটি বড় একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করত । এক সময় তা বিস্তৃত হতে হতে আধুনিক কুয়েত ও সৌদি আরবের পূর্ব অংশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে ।

খৃষ্টপূর্ব ১৬০০-১০০০ সাল পর্যন্ত এর সমৃদ্ধি আস্তে আস্তে ম্লান হতে থাকে এবং খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সালের দিকে এটা ব্যাবিলন এর সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হয়ে যায় । ৯ম থেকে ১১ শ শতাব্দীতে বাহরাইন প্রথমে উমাইয়া শাসনাধীনে ও পরবর্তীতে আব্বাসীয় কর্তৃক শাসিত হয়েছিল । আব্বাসীয়দের শাসনামলে বাহরাইন শিয়াদের শক্ত ও সুদৃঢ় ঘাঁটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল । তবে এই সময়ে বাহরাইনের অতীত প্রাচুর্যের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না । পরবর্তীতে এটা আস্তে আস্তে আবার সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং পুণরায় এটা ভারত উপমহাদেশ ও মেসোপটেমিয়ার মাঝে যোগসূত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় । গালফের একটা অন্যতম প্রধান মুক্তার বন্দর হিসেবে এর বেশ অর্থনৈতিক গুরুত্বও আছে । ১৪৮৭ সালে ওমান বাহরাইন ও মুহাররাক দ্বীপ দখল করে মুহাররাক এলাকায় আবাদ দূর্গ নির্মান করে । এর প্রায় ৩৬ বৎসর পর ওমানীয়রা পর্তুগীজ কর্তৃক বিতাড়িত হয় এবং ১৬০২ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপটি পর্তুগীজদের দখলে ছিল ।

১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমানের শাসক পরিবার আল-খলিফা এই এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপন করে । এরা নিজেদেরকে লোভনীয় মুক্তা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলে । ১৭৮২ কিংবা ৮৩ সালের দিকে এই পরিবার ইরানী ফার্সীদের বাহরাইন থেকে বিতাড়িত করে । এর ৩ বৎসর পর আল-খলিফা পরিবার অরেকটা ওমানী আগ্রাসন এর ফলে বিতাড়িত হয় এবং ১৮২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত তারা বাহরাইনে সুদৃঢ় ঘাটি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল । এর পর আবার বাহরাইন খলিফাদের কর্তৃত্বে আসে এবং ব্রিটিশদের সাথে বাহরাইন এর একটা চুক্তি হয় । বৃটিশদের মূল লক্ষ্য ছিল অন্যান্য পশ্চিমা আগ্রাসী শক্তিবর্গ থেকে ব্রিটিশদের মূল সরবরাহ পথকে রক্ষা করা, কারন এই পথেই ভারতের সাথে ব্রিটিশদের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল । ১৯শ শতকে বৃটিশরা বাহরাইনে থাকলেও পারতঃ পক্ষে তারা বাহরাইনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি ।

গালফের আরব অংশের মধ্যে বাহরাইন হলো প্রথম দেশ যেখানে তেল আবিস্কার/উত্তোলন করা হয়েছিল । ১৯২৫ সালে ফ্রাংক হোমস নামে এক নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী প্রথম তেল উত্তোলনের জন্য

অনুমোদন পায়। ১৯৩২ সালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল উত্তোলন শুরু হয় । বাহরাইনের তেল আবিস্কারের সমসাময়িক সময়ে মুক্তা ব্যবসাকে অন্যতম হিসেবে ধরা হতো । যেহেতু গালফ এর মধ্যে বাহরাইনেই প্রথম তেল উত্তোলন শুরু হয় তাই এ দেশবাসীরা তেল থেকে প্রাপ্ত মুনাফার সুবিধাগুলো সবার আগে উপভোগ করার সুযোগ পায় ও বাহরাইনের অধিবাসীদের জীবন ধারায় নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা হয় । বিশেষতঃ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে প্রভূত উন্নতি হয় । উন্নতির সাথে সাথে বাহরাইনে বৃটিশদের ভূমিকা বৃদ্ধি পায় এবং বৃটিশরা তাদের কর্মতৎপরতা আরো জোরদার করে ।

১৯৩৫ সালে বৃটিশ নেভী বেস বাহরাইনে স্থানান্তর করা হয় । ১৯৪৬ সালের দিকে গুরুত্বপূর্ণ বৃটিশ কর্মকর্তার অফিসও বাহরাইনে স্থানান্তরিত হয় । ১ম মহাযুদ্ধের পর বাহরাইনের অন্যান্য কর্মকান্ডে উন্নতির সূচনা হয় ।১৯২৬ সালে চার্লস বেলগ্রেইড আমিরের বৃটিশ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের পর বাহরাইনের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবর্তনের সূচনা হয় এবং এর অবকাঠামোতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় । শেখ হামাদ-বিন-আলী এবং তার উত্তরাধিকারী শেখ সালাম এর সময় বাহরাইনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে । শেখ সালামের ১৯ বছর শাসনামলে বাহরাইনের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান প্রভূত উন্নত হয় । এ সময় সৌদি আরব ও কাতারে ও তেল উত্তোলন শুরু হয় । যেহেতু বাহরাইনে সবার আগে তেল পাওয়া গিয়েছিল সেজন্য তারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অনেক অগ্রসর ছিল ।একারনে সৌদি আরব ও অন্যান্য গালফ দেশ সমূহের আগেই বাহরাইন গালফের প্রধান এন্ট্রিপোর্ট হিসেবে স্বীকৃতি পায় ।

১৯৭১ সালের ১৪ আগষ্ট বাহরাইন স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৭২ সালের শেষ দিকে খসড়া সংবিধান প্রনীত হয় । মে ১৯৭৩ সালে আমির উক্ত সংবিধান জারি করে এবং সে বছর ডিসেম্বরে নির্বাচিত সাংসদের দ্বারা সংসদ গঠিত হয় । ২০ মাসের মাথায় বিভিন্ন সমস্যার কারনে আমির সংসদ ভেংগে দেয় । ৭০-৮০ এর দশকে বাহরাইনের প্রচুর প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং এর জন্য অংশত দায়ী তেল এর দাম বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন তখনও বাহরাইন অবকাঠামোগত ভাবে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল । বর্তমান দশকে যদিও বাহরাইনের সমৃদ্ধি বা জৌলুস কিছুটা নিম্নমুখী তবে দেশটা এখন বিভিন্ন দিকে এর উন্নতির সোপান বিস্তৃত করেছে । দেশের বর্তমান অর্থনীতি তেলের উপর নির্ভরশীল না । ৯০ এর দশকে ইরানের সাথে বাহরাইনের সম্পর্ক উন্নত হয় এবং অন্য দিকে ইরাকের সাথে সম্পর্ক এর অবনতি হয় ।

বর্তমান বাহরাইন মধ্যপ্রাচ্যের তথা গালফের বেশ সমৃদ্ধ একটা দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সব সময় নিয়োজিত রয়েছে । বাহরাইনের শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান বাকী খৃষ্টান, ইহুদী, পার্সী ও হিন্দু আরো আছে আদি বাহরাইনের অধিবাসী যারা বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছে । মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ শিয়া (প্রায় ৭০%) । সুন্নীদের মধ্যে রয়েছে শাসক পরিবার ও প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী পরিবার সমূহ ।

বাহরাইন ঘুরে দেখার ইচ্ছা জাগল। পার্ক থেকে একটু হেঁটে গেলেই টেক্সি ষ্ট্যান্ড। এক বাংগালী টেক্সি ড্রাইভার পেলাম। কথা বার্তায় আন্তরিক মনে হলো। বলল চলেন আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখাই। টেক্সিতে উঠে বসলাম। বিশাল বিশাল সুদৃশ্য চকচকে দালান ও রমরমা বাজার এলাকার বাইরে এসে পড়লাম। সাগরের পাড় দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ জায়গা দেখে দেখে আমরা এগুতে লাগলাম। মানামা বাহরাইনের রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় দ্বীপ । এখানে নতুন ও পুরানোর অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে । চকচকে হোটেল আধুনিক স্থাপত্য কলার পাশাপাশি পুরানো দোকান পাট সব মিলে মিশে আছে এখানে, থাকার জন্য হোটেলগুলো মূলতঃ মানামাতেই অবস্থিত । মানামার মূল সড়ক,

গভর্নমেন্ট এভিনিউ শহরের পূর্ব পশ্চিমে সংযোগ রক্ষা করছে । এই সড়কের মাঝামাঝি বেশ বড় মোড় আছে । যার চারপাশে হিলটন এবং শেরাটন হোটেলের অবস্থান । এর সমান্তরালেই রয়েছে আল-খলিফা এভিনিউ । এই রাস্তার পাশেই সব কম খরচের হোটেল ও অসংখ্য রেষ্টুরেন্ট রয়েছে। বাহরাইনের প্রানকেন্দ্র বাব-আল বাহরাইন বা বাহরাইনের তোরন এর সামনের ছোট মোড়েই অবস্থিত । গভর্নমেন্ট এভিনিউর দক্ষিনেই সুক বা বাজার এলাকা। শহরের উত্তরে রয়েছে আল-ফয়সাল হাইওয়ে । এটা মুহাররাক দ্বীপের সাথে মানামার সংযোগ করেছে । মানামাতে হেটে হেটেই মোটামুটি অনেক কিছু দেখা যায় । গালফের পাড় দিয়ে পার্ক ও পায়ে চলার রাস্তা হয়েছে । ভালই লাগে সাগর পাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ।

মুহাররাক আইল্যান্ড বাহরাইনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। এই দ্বীপে থাকার কোন ব্যবস্থা যদিও নেই তবে এখানে অনেক কিছু দেখার আছে। এখানে পোষ্ট অফিস, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদি সব কিছুই আছে । এটা বাহরাইন আইল্যান্ডের সাথে কজওয়ে দিয়ে সংযুক্ত । বাহরাইনের বিমান বন্দর এই দ্বীপেই অবস্থিত। এখানে এয়ার ফোর্সেরও ঘাটি আছে । বাহরাইন বিমান বন্দরকে গালফের অন্যতম ব্যস্ত বিমান বন্দর বলা চলে । বিভিন্ন দেশের বিমান এখানে উঠানামা করছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশ ও দূর প্রাচ্যের দেশের সাথেও এই দ্বীপের যোগাযোগ রক্ষা করছে এই বিমান বন্দর। মুহাররাক কজওয়ের শেষ মাথায় বিশাল সাদা রং এর ভবনটি ন্যাশনাল মিউজিয়াম । শনি থেকে বৃহস্পতিবার এটা খোলা থাকে । এখানে সুন্দর ভাবে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিবর্তনের ধারাবাহিকতা ও ইসলাম এর প্রারম্ভিক যুগের বিভিন্ন সংগ্রহগুলো সাজানো আছে। মুহাররাক এর দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে কা লাত আবু মাহির - আবু মাহির দূগ অবস্থিত । এটা মুহাররাক এর সাথে সংযুক্ত মনে হলেও এটা আলাদা ছোট্ট একটা দ্বীপে অবস্থিত । ১৬শ শতকে এই দূর্গটা নির্মিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এটা বিভিন্ন সময়ে পুনঃ নির্মিত হয়েছিল । মুহাররাক কোষ্ট গার্ড ষ্টেশন এলাকার মধ্যে বর্তমানে এটার অবস্থান । আল-আরিন বণ্য প্রাণী অভয়াশ্রম প্রায় ১০ বর্গ কিঃমিঃ জায়গা জুড়ে অবস্থিত । এই অভয়াশ্রমটি বাহরাইনের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে গড়ে উঠেছে । এখানে যে সব প্রাণীর বংশ বিলুপ্তির পথে সে সব প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য এটা স্থাপন করা হয়েছে । এখানে মূলতঃ আরব দেশের প্রাণীগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়েছে । তবে আরব দেশের নয় এমন প্রাণী যেমন - জেব্রা ও এতে স্থান লাভ করেছে । এন্ট্রি ফি এক বাহরাইন দিনার । বণ্য প্রাণী যারা পছন্দ করে তাদের জন্য এটা চমৎকার জায়গা ।

কিং ফাহাদ কজওয়ে বাহরাইনের এটা অন্যতম দর্শনীয় স্থান তাই ঠিক করলাম এক সকাল বেলা ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে ঘুরে আসব। এটা সৌদি আরবের মূল ভূখন্ডের সাথে বাহরাইনের সংযোগ স্থাপন করেছে । সেতুর মাঝামাঝি দুদেশের বর্ডার। সকাল বেলা টেক্সিতে করে রওয়ানা হলাম। ছোট্ট দেশ, কিছুক্ষণের মধ্যে কজওয়েতে চলে এলাম। দুপাশে নীল পরিস্কার সাগর মধ্যখানে রাস্তা। রাস্তার দুপাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা।বিশাল এক স্থাপত্য নিদর্শন এটা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য বেশ ভাল ব্যবস্থা রয়েছে । এই ব্রীজ দিয়ে প্রতিনিয়ত লোকজন/যানবাহন সৌদি আরব ও বাহরাইনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে । এই কজওয়ে ২৬শে নভেম্বর ১৯৮৬ সালে উদ্বোধন করা হয় । এটা ৭টা কংক্রিটের ফিলিং আপ ও ৫টা ব্রিজ নিয়ে গঠিত । এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ২৫ কিঃ মিঃ । এর মধ্যে তৃতীয় ব্রিজটি দীর্ঘতম যার দৈর্ঘ্য ৫৯১৪ মিটার । ৫০৪ টা কংক্রিটের পিলার এর উপর সমগ্র ব্রিজটা অবস্থিত । কজওয়ের মধ্যবর্তী সাগরের সবচেয়ে গভীর অংশের গভীরতা ১৩ মিটার । এর বাহরাইন এবং সৌদি আরব প্রান্তে দুটো কজওয়ে রেষ্টুরেন্ট রয়েছে, দেখতে একই রকম এবং এদের উচ্চতা ৬৫

মিটার । এই রেষ্টুরেন্টগুলো একটা কৃত্রিম ভাবে তৈরী দ্বীপ এ অবস্থিত । এখানে কাষ্টম ও অন্যান্য কজওয়ে সম্পর্কিত সরকারী ভবনগুলো অবস্থিত । এর এলাকা হলো ৬,৬০,০০০ বর্গ মিটার ।

এই কজওয়ে দিয়ে যেতে হলে শুল্ক দিতে হয় ছোট কার বাস বা ছোট লরি ৩০ সৌদি রিয়েল। বড় বাস সৌদি রিয়েল ৫০, ট্রাক প্রতি টন এর জন্য ৩ সৌদি রিয়েল । এটা অতিক্রম করতে হলে পাসপোর্ট, গাড়ির মালিকানা সম্পর্কিত দলিলপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স এ সব কিছু কাষ্টম ও ইমিগ্রেশন এ চেক করা হয় । কজওয়ে দেখার জন্যও অসংখ্য দর্শনার্থী আসে । কজওয়ে রেষ্টুরেন্ট এর উপরে ব্যালকনি আছে যেখান থেকে পুরো গালফ এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় এবং দূরের বাহরাইনের দৃশ্যাবলী দেখা যায় । বিভিন্ন ধরনের নাশকতা মূলক কর্মকান্ড বন্ধ করার জন্য হাইওয়ে পুলিশ পেট্রল কার ও হেলিকাপ্টার রয়েছে এবং নিয়মিত প্রহরা রয়েছে এই কজওয়েতে ।

কজওয়েতে ট্যাক্সি থামানো যায় না। আমাদের একটু হাঁটতে মন চাইল তাই ট্যাক্সি থামালাম, আশেপাশে কোন লোকজন বা তেমন গাড়ীও নেই। মাঝে মাঝে দু চারটা গাড়ী চলাচল করছে। কিছুক্ষণ সাগরের বাতাস মেখে হাটাহাটি করলাম রাস্তায়। তারপর রেলিং টপকে সাগরের পনি ছুয়ে দেখতে ইচ্ছে হলো। কয়েকজন যেই সাগরের পানির কাছে গিয়েছে অমনি মাথার উপর দেখি ছোট্ট একটা হেলিকপ্টার আমাদের দিকে আসছে। আমরা মনে করলাম এটা অন্য কোথাও যাবে। পরে দেখি হেলিকপ্টার থেকে পুলিশ মাইকে কি যেন বলছে এবং উপর থেকে বেশ নীচে চলে এসেছে। আমাদেরকে রাস্তায় ফিরে আসতে বলছে মনে হলো। রাস্তায় আসার সাথে সাথে পুলিশ কার এসে হাজির, আমরা তো অবাক। সাথে সাথে আমাদের সব কিছু সার্চ করল। বললাম বুঝতে পারিনি। তখন বলল রাস্তায় থামা নিষেধ। আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে কিংবা সামনে কজওয়ে রেষ্টুরেন্ট ও ইমিগ্রেশন অফিস আছে সেখানে চাইলে বেড়ানোর জন্য যেতে পারবো। আমরা টেক্সিতে উঠে রওয়ানা হলাম। বাইত-আল-জাসরাহ বাড়িটা সৌদি আরব সংযোগকারী কজওয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে জাসরাহ গ্রামে অবস্থিত এবং এটা বাহরাইনের আমির শেখ ইসা- বিন-সালাম আল খলিফার জন্মস্থান । ১৯০৭ সালে এটা তৈরী করা হয় এবং এটা একই ভাবে তখন থেকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে । শনি থেকে বুধবার সকাল ৮-২ টা পর্যন্ত এটা দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে । প্রবেশ মূল্য লাগে না এটা দেখতে । এই গ্রামে অনেকগুলো হস্ত শিল্পের দোকান আছে । হস্ত শিল্প কেন্দ্রে নামলে হেটেই বাইত আল জাসরাহতে যাওয়া যায় ।

বাহরাইনের সাগর ঘেষে রয়েছে আরব সাগর গামী জলপোতের কারখানা । এখন এগুলো শুধুমাত্র দেখার জন্য । এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার জাল ও এখানে দেখা যায় । এক সময় বাহরাইনের লোকজন আরব সাগরে দস্যুবৃত্তি ও মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত । অবশ্যই তা এখন প্রাচীন ইতিহাস। একটা জায়গায় সেই পুরানো মাছ ধরার নৌকা ও বাড়ীঘর দর্শকদের জন্য সাজিয়ে রাখা। এটা এদের অতীত ইতিহাসের জেলেদের গ্রাম। এখানেই সাগর পাড়ী দেয়ার জন্য আরবদেশী নৌকা বা ডউ বানানো হতো। আমির এর প্রাসাদ ও অন্যান্য সুদৃশ্য জায়গা দেখে আমরা আবার আমাদের এলাকায় ফিরে এলাম। বিকেল বেলা মামার হোটেলে ইফতার। বেগুনী, মুড়ি,বুট, পায়েস, শশা সবই বাংলাদেশী খাবার। তৃপ্তির সাথে ইফতার করে এক কাপ স্পেশাল চা খেয়ে হোটেলে এসে নামাজ পড়লাম। সন্ধ্যায় বেড়িয়ে পড়লাম মার্কেট এলাকা ঘুরে দেখতে। ঘুরতে ঘুরতে মাদার কেয়ার এর বিশাল দোকানের সামনে এসে পড়লাম। বাচ্চাদের জন্য 'মাদার কেয়ার' ব্র্যান্ডের কিছু খেলনা কিনলাম। সবগুলো দোকান এত সুন্দর ভাবে সাজানো যে দেখতে ভাল লাগে। অনেকে আবার রাস্তা দিয়ে

যেতে যেতে এক নজর দোকান গুলো দেখছে পছন্দ হলে ভেতরে যাচ্ছে। বাহরাইনে মোটামুটি সব কিছুই পাওয়া যায় । ভারতীয় শাড়ী, পোষাক হতে শুরু করে ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার এই বাহরাইন । অনেক বড় বড় কোম্পানীর শোরুম রয়েছে এখানে । বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে ও ডুবাইতে আসে কেনা বেচার জন্য । শাড়ীর দোকান গুলোতে যেতেই হবে। সবার জন্য অন্তত একটা শাড়ী তো দরকার। কেরালার সেলসম্যানরা আমাদেরকে মুগ্ধ করে অনেক শাড়ী বিক্রি করে ফেলল। আমরাও বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু শাড়ী কিনে হোটেলে ফিরে এলাম।

আমার এই স্বল্প সময়ের ভ্রমনের আনন্দ সত্যি ভোলার মত না । একাধারে সাগর ও প্রকৃতি, অন্যদিকে কিছু কেনা কাটা এবং একটা দেশ দেখার আনন্দই আলাদা , আরো ভালো লেগেছে যে অনুভবই করিনি দেশ ছেড়ে দূরে আছি, সবই হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় । বাহরাইনে টাকা বদলের জন্য অনেক ব্যাংক ও মানিচেঞ্জার রয়েছে । মোটামুটি ২৪ ঘন্টাই মানিচেঞ্জারগুলো খোলা থাকে । বাহরাইনে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বাস রয়েছে এ ছাড়া ট্যাক্সিতেও বেড়ানো যায় । বাহরাইন দেশটা এত ছোট যে ৩/৪ দিনের একটা ছোট্ট ট্রিপে সম্পূর্ণ বাহরাইন ভালভাবে দেখা যায় । পর্যটকদের জন্য এখানে টুরিষ্ট দ্বীপ আছে । স্পীড বোটে করে সেখানে যাওয়া যায় । ভাল বালুবেলা আছে সেখানে, সমুদ্র স্নানের উপযুক্ত জায়গা ।

বাহরাইনের জায়গাগুলো দেখতে দেখতে কেউ যদি ক্লান্ত হয়ে যায় তবে তার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা আশে পাশেই মিলে যেতে পারে, কোন পার্ক কিংবা রেষ্টুরেন্টে । বাহরাইনে প্রতিদিন একটা ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং এটা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য বেশ প্রয়োজনীয় । বাহরাইনের সরবরাহকৃত পানি খাওয়ার উপযুক্ত না । সবচেয়ে ভাল হলো মিনারেল ওয়াটার, বোতলে পাওয়া যায় । টেপের পানি লবনাক্ত । নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই সময়টা বাহরাইন ভ্রমনের জন্য সবচেয়ে ভাল সময় । তাপমাত্রা ও আবহাওয়া এসময় সবচেয়ে মনোরম । অজস্র পর্যটক তখন এদেশে আসে তাই হোটেলে রুম পাওয়া একটু কষ্টকর হয়ে পড়ে । প্রবাসী বাংগালীরা বেশ আন্তরিক এবং সব সময় তারা দেশী ভ্রমনকারীদের সাহায্য করে থাকে ।

একদিন বিকেলে হোটেলে ফিরছি এমন সময় দেখি এক বুড়ো ৪/৫ টা মহিলার সাথে হেঁটে আসছে। মহিলারা তাকে যেন গার্ড করে নিয়ে আসছে। তার হাতে ঝলসানো মুরগী, নানরুটি ও পানীয়। বিশাল বিশাল প্যাকেট। মহিলা গুলো সব মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের, বিভিন্ন বয়সী। তারা হাসাহাসি করছে বুড়োর সাথে। বুড়ো খুশি,রুমে নিয়ে সবাই মিলে আনন্দ করে খাওয়া দাওয়া চলবে। প্রতিটা বড় বড় হোটেলেই বার ডিসকো রয়েছে এবং সবার জন্য বার ও ডিসকো উম্মুক্ত । আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক লোকজন বাহরাইনে আসে ব্যবসা কিংবা ঘুরে বেড়ানোর জন্য । বাহরাইনে থাকার জন্য অভিজাত থেকে শুরু করে সস্তা হোটেল প্রচুর রয়েছে । মোটামুটি ১৫-২০ ইউ এস ডলার এ বাহরাইনে সাধারন হোটেলে থাকা যায় । খাওয়া দাওয়া বাংলাদেশীদের জন্য কোন সমস্যাই না । এটাকে দেশের বাইরে দেশও বলা যেতে পারে । ভাল সব্জি, ভাত, মাছ সব কিছুই বাংলাদেশী হোটেলে পাওয়া যায় । ভারতীয় হোটেলও প্রচুর আছে এবং এখানে পাওয়া যায় না এমন জিনিষ দূর্লভ । ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম বাংলা এবং বাংলাদেশের লোকজন নিজেদের মধ্যে বেশ ভাল

যোগাযোগ রক্ষা করে । বিপদে আপদে সাহায্য সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয় । বিদেশীদের জন্য বার, ক্যাফে, কে এফ সি, ম্যাকডোনাল্ড এসব ফাষ্ট ফুডের দোকান সবই এখানে আছে । চিনা রেস্তোরাও প্রচুর আছে । ভারতীয় এবং চীনা খাদ্যই তুলনা মুলক ভাবে অন্যান্য হোটেল বা পাশ্চাত্য খাদ্য বস্তুর তুলনায় সস্তা । টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এদেশের বেশ উন্নত এবং পৃথিবীর যে কোন দেশের সাথেই যোগাযোগ করা যায় ।

ব্যবসার স্থান হিসেবে ডুবাইর পরেই বাহরাইনের স্থান । সারা দেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দোকান পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান । মোটামুটি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আন্তর্জাতিক কোম্পানী এর শাখা বাহরাইনে । বর্তমানে যেমন ব্যবসাগুলো মূলতঃ ইরানী বংশোদ্ভুত বাহরাইনীরা এবং কিছু ভারতীয়দের দখলে এবং প্রায় সমস্ত সেলসম্যান ভারতের কেরালা প্রদেশের অধিবাসী । এদের ব্যবহার এবং সেলসম্যান হিসেবে দক্ষতা যে কোন ক্রেতাকে আকর্ষণ করে । ইদানিং কিছু বাংগালীও এসব দায়িত্ব পাচ্ছে তবে এদের সংখ্যা কম এবং এরা মূলতঃ বাংলাদেশী মালিকের সাথেই কাজ করে । অফিস আদালতে ফিলিপিনো পুরুষ ও মহিলা সব জায়গা দখল করে রেখেছে ও দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে ।

বাহরাইনে এক সপ্তাহ প্রায় শেষের দিকে। জিনিষ পত্র যা কেনাকাটা হলো তা গোছালাম। পরদিন সকাল বেলার ফ্লাইটে বাগদাদের উদ্দেশে উড়াল দিলাম।